অসচ্ছল এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালিন আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

পটভুমি:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতার শিকার। বিপুল সংখ্যক শিশু অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত জটিলতায় ভুগছে। এ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও পুর্ণমর্যাদা বা অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকা ও বসবাসের অধিকার রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(৪) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে ২০০৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১ তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (UNCRPD) অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এ সনদে স্বাক্ষর ও অপশনাল প্রটোকলসমূহে অনুসমর্থন করে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীবান্ধব বর্তমান সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বহুমাত্রিক ও নিবিড় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শারীরিক,দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারলেও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সাধারণত নিজেদের প্রয়োজন বা অধিকারের কথা বলতে পারেনা। এ প্রেক্ষাপটে সরকার এ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতা, কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরণ:

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩ অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত এবং ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা ও প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরণসমূহ নিম্নরুপ, যথা:-

(ক) অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস
(খ) ডাউন সিনড্রোম
(গ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা
(ঘ) সেরিব্রাল পালসি

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস ঃ যাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে, তারা অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন, যথা:-

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;
(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;
(গ) একই ধরণের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;
(ঘ) শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;
(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনী;
(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;
(ছ) অন্যের সহিত সরাসরি চোখে চোখ (eye contact) না রাখা বা কম রাখা;
(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা, উত্তেজনা বা অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
(ঝ) অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি;
(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচন্ড প্রবণতা; এবং
(ট) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য।

৪/১২/১৯

ব্যাখ্যা ঃ অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এরুপ একটি জটিল প্রতিবন্ধিকতা যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয়মাস হতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকেনা এবং তাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হয়ে থাকে। এরা পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারেনা, যেমন-ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে না পারা, নিজের ভিতর গুটিয়ে থাকা, ইত্যাদি। তবে, অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালানো বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এ ধরণের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।

ডাউন সিনড্রোম ঃ কোনো ব্যক্তির মধ্যে এরুপ কোনো বংশানুগতিক (genetic) সমস্যা, যা ২১ তম ক্রোমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং মৃদু হতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়েড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলে, তিনি ডাউন সিনড্রোমসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা ঃ নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্টের অধিকারী কোনো ব্যক্তি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন, যথা:-

(ক) বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা;
(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন-কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান;
(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন লওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা
(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম।

সেরিব্রাল পালসি ঃ (১) অপরিণত মস্তিস্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির,-

(ক) সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা, যা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে;
(খ) মস্তিস্কের ক্ষতিগ্রস্থতার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং
(গ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনিন্দন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়,- তা হলে তিনি সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(২) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে নিম্নরুপ, যথা:-

(ক) পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা;
(খ) হাত বা পায়ের সাধারণ নড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;
(গ) স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা;
(ঘ) দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থতা;
(ঙ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা;
(চ) যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা
(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা একপাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া।

এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে আর্থিক অনুদান প্রদান:

প্রতিবন্ধিতা মানুষের জীবন বৈচিত্রের একটি অংশ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ সরকার এ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাংবিধানিক অধিকার ও UNCRPD এ অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে তাদের উন্নয়ন ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩-তে এ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে আর্থিক অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪/১২/১৯

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা বিষয়ক জেলা কমিটির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা বিষয়ক জেলা কমিটি ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	--	সভাপতি
২.	সহ-সভাপতি, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ	--	সদস্য
৩.	জেলা সিভিল সার্জন	--	সদস্য
৪.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	--	সদস্য
৫.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	--	সদস্য
৬.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	--	সদস্য
৭.	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	--	সদস্য
৮.	সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	--	সদস্য
৯.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বা তাহাদের মাতা, পিতা বা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি	--	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নিবন্ধিত সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	--	সদস্য
১১.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	--	সদস্য-সচিব

(কমিটির কর্ম পরিধি ঃ আর্থিক অনুদান পাওয়ার যোগ্য অসুস্থ্য এনডিডি ব্যক্তিদের নির্বাচন করে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের নিকট প্রেরণ নিশ্চিতকরণ)

অনুদান প্রাপকের যোগ্যতা ঃ

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
(খ) প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচীর আওতায় তালিকাভূক্ত হতে হবে;
(গ) পারিবারিক বার্ষিক আয় ১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকার কম হতে হবে;
(ঘ) চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে;
(ঙ) জেলা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট জেলার নির্ধারিত সংখ্যা জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে। তদনুযায়ী জেলা কমিটির নিকট নির্ধারিত ফরমে (জেলা কমিটিতে সরবরাহকৃত নমুনা অনুযায়ী) আবেদন করতে হবে। আবেদনসমূহ জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে সুপারিশ ট্রাস্টের নিকট প্রেরণ করবে। ট্রাস্ট কর্তৃক ট্রাস্টি বোর্ডের সভা আহবান করে তালিকা অনুমোদনপূর্বক অনুদান পাওয়ার যোগ্য এনডিডি ব্যক্তি/অভিভাবক বরাবরে চেকের মাধ্যমে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪/১২/১৯